নবী কাহিনীঃ ১৫তম
হযরত মূসা ও
হারূণ (আলাইহিমুস সালাম)-২য় পর্ব

Sisters'Forum in Islam.com

আসসালামু'আলাইকুম
ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

মূসার আ পরীক্ষা সমূহ

অন্যান্য নবীদের পরীক্ষা হয়েছে সাধারণতঃ নবুঅত লাভের পরে। কিন্তু মূসার পরীক্ষা শুরু হয়েছে তার জন্ম লাভের পর থেকেই। বস্ত্তঃ নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তাঁর জীবনে বহু পরীক্ষা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে শুনিয়ে বলেন, ‘ وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا আর আমরা তোমাকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছি’ (ত্বোয়াহা ২০/৪০)।

নবুঅত লাভের পূর্বে তাঁর প্রধান পরীক্ষা ছিল তিনটি। যথাঃ

(১) হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া

(২) মাদিয়ানে হিজরত

(৩) মাদিয়ান থেকে মিসর যাত্রা।

অতঃপর নবুঅত লাভের পর তাঁর পরীক্ষা হয় প্রধানতঃ চারটিঃ

Sisters’Forum in Islam.com

(১) জাদুকরদের মুকাবিলা

(২) ফেরাঊনের যুলুমসমূহ মুকাবিলা

(৩) সাগরডুবির পরীক্ষা

(৪) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান।

নবুঅত-পূর্ব ১ম পরীক্ষা : হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া

মূসার জন্ম হয়েছিল তাঁর কওমের উপরে আপতিত রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের ভয়ংকর বিভীষিকার মধ্যে। আল্লাহ তাঁকে অপূর্ব কৌশলের মাধ্যমে বাঁচিয়ে নেন। অতঃপর তাঁর জানী দুশমনের ঘরেই তাঁকে নিরাপদে ও সসম্মানে লালন-পালন করালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা ও পরিবারকে করলেন উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত। অথচ মূসার জন্মকে ঠেকানোর জন্যই ফেরাঊন তার পশুশক্তির মাধ্যমে বনু ইস্রাঈলের শত শত শিশু পুত্রকে হত্যা করে চলছিল। এ বিষয়ে গতপর্বে আলোচিত হয়েছে।

২য় পরীক্ষা : মাদিয়ানে হিজরত

অতঃপর যৌবনকালে তাঁর পরীক্ষা হ'ল- হিজরতের পরীক্ষা। মূলতঃ এটাই ছিল তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি হবার পরে ১ম পরীক্ষা। শেষনবী সহ অন্যান্য নবীর জীবনে সাধারণতঃ নবুঅতপ্রাপ্তির পরে হিজরতের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর জীবনে নবুঅত প্রাপ্তির আগেই এই কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয়।

আগের পর্বে বলা হয়েছে, মিশরের অত্যাচারী শাসক ফেরাউনের দরবারের এক পারিষদ হযরত মূসা (আ.)কে এ খবর পৌঁছে দেন যে, রাজদরবারে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তিনি আল্লাহর নবীকে অবিলম্বে শহর ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের শাসনাধীন দেশ মিশর থেকে বেরিয়ে শাম বা বর্তমানের সিরিয়ার দক্ষিণে মাদায়েন এলাকায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যাতে ফেরাউনের সৈন্যরা তাঁর খোঁজ না পায়। কিন্তু এই সফরে তিনি যেকোনো সময় ফেরাউনের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে বন্দি হতে পারতেন। এ কারণে তিনি সরলপথে পরিচালিত হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য চান।

অনাকাংখিত ও আকস্মিক হত্যাকান্ডের আসামী হয়ে জীবনের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত্র মূসা ফেরাউনের রাজ্যসীমা ছেড়ে কপর্দকহীন অবস্থায় পার্শ্ববর্তী রাজ্য মাদিয়ানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর মূসা এই ভীতিকর দীর্ঘ সফরে কিভাবে চলেছেন, কি খেয়েছেন সেসব বিষয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু কুরআন এসব বিষয়ে চুপ থেকেছে বিধায় আমরাও চুপ থাকছি। তবে রওয়ানা হবার সময় যেহেতু মূসা আ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহর উপরে সমর্পণ করেছিলেন এবং প্রত্যাশা করেছিলেন --

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22

'নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন' (ক্বাছাছ ২৮/২২),

Sisters'Forum in Islam.com

অতএব তাঁকে মাদিয়ানের মত অপরিচিত রাজ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সসম্মানে সেখানে বসবাস করার যাবতীয় দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপরে নিজেকে সঁপে দিলে আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের সব দায়িত্ব নিজে নিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমান পূর্ব জর্দানের মো'আন معان সামুদ্রিক বন্দরের অনতিদূরেই 'মাদইয়ান' অবস্থিত।

কুরআন মুক্তির পথকে ‘সিরাতুল মুসতাকিম’ বা ‘সাওয়া-উস- সাবিল’ বলে আখ্যা দিয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, একদিন রাসূল সা. আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও বামে আরো কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘আর এটা আমার সরল পথ সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর।’ (মুসনাদে আহমাদ ১/৪৩৫) কাজেই দ্বীনের ব্যাপারে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। আল্লাহ প্রদত্ত এ পথনির্দেশ গ্রহণ না করলে মানুষকে দুটি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

এক. অন্য পথ অবলম্বন করার কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের অনিবার্য পথ থেকে মানুষ সরে যায়।

দুই. এ সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথেই অসংখ্য সরু পথ সামনে এসে যায়। এ পথে চলতে যেয়ে গোটা মানবসমাজ দিকভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দুনিয়ার সুখ শান্তি উন্নতি ও স্বপ্নগুলোকে চিরতরে ধূলিসাৎ করে দেয়। এজন্য আল্লাহ বলেন, অন্য পথে চলো না, কারণ তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। তাইতো আমরা প্রতিদিন অসংখ্যবার বলি, ‘আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখান’।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ৬:১৫৩

আর এ পথই আমার সরল পথ কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। সূরা আন’আমঃ১৫৩

মাদায়েন শহরে ঢোকার মুখে তিনি একটি পানির কূপ দেখতে পান। সেখানে রাখালরা তাদের মেষগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছিল। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি দূর করার পাশাপাশি তৃষ্ণা মেটানোর জন্য তিনি স্বাভাবিকভাবেই কূপের কাছে যান।

সেখানে পানি প্রার্থী লোকদের ভিড়ের অদূরে দু'টি মেয়েকে তাদের তৃষ্ণার্ত পশুগুলি সহ অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর হৃদয় উথলে উঠলো। কেউ তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপই করছে না। মূসা নিজে মযলূম। তিনি মযলূমের ব্যথা বুঝেন। তাই কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে মেয়ে দু'টির দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে তারা বলল,

'আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। অথচ আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ' (যিনি ঘরে বসে আমাদের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছেন)। 'অতঃপর তাদের পশুগুলি এনে মূসা পানি পান করালেন' (তারপর মেয়ে দু'টি পশুগুলি নিয়ে বাড়ী চলে গেল)।

"এবং যখন সে মাদায়েনের কূপের নিকট পৌঁছাল, দেখল একদল লোক তাদের (চতুস্পদ জন্তুগুলোকে) পানি খাওয়াচ্ছে এবং ওদের পশ্চাতে দুজন রমণী তাদের পশুগুলো আগলে রাখছে (যাতে সেগুলো কূপের দিকে যেতে না পারে)। মূসা বলল- তোমাদের কি ব্যাপার (কেন তোমরা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছ)? ওরা বলল- যতক্ষণ রাখালেরা ওদের জন্তুগুলোকে নিয়ে সরে না যায় ততক্ষণ আমরা আমাদের জন্তুগুলোকে পানি খাওয়াতে পারি না এবং আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ (বলে আমাদেরকে এ কাজে আসতে হয়েছে)।" (২৮:২৩)

"মূসা তখন ওদের জন্তুগুলোকে পানি খাওয়াল, কাসাসঃ২৪

মূসা একটি গাছের ছায়ায় বসে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন,

Sisters'Forum in Islam.com

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ- (القصص ২৪)-

'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার উপর যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী' (ক্বাছাছ ২৮/২৪)।

خير শব্দটির অর্থ কল্যাণ। এখানে তিনি আহার্য হতে শুরু করে যাবতীয় কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী হলেন

হঠাৎ দেখা গেল যে 'বালিকাদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তাঁর দিকে আসছে'। মেয়েটি এসে ধীর কণ্ঠে তাকে বলল, 'আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময় স্বরূপ আপনাকে পুরস্কার দিতে পারেন' (ক্বাছাছ ২৮/২৩-২৫)।

Sisters'Forum in Islam.com

এ স্থানটি, যেখানে মূসা পৌঁছেছিলেন, এটি আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তীরে। বর্তমানে এ জায়গাটিকে আল বিদ'আ বলা হয়। সেখানে একটি ছোট মতো শহর গড়ে উঠেছে। তাবুক যাওয়ার পথে এ জায়গাটি দেখা যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়েছে, বাপ-দাদাদের আমল থেকে আমরা শুনে আসছি মাদয়ান এখানেই অবস্থিত ছিল। এর সন্নিকটে সামান্য দূরে একটি স্থানকে বর্তমানে "মাগায়েরে শু'আইব" বা "মাগারাতে শু'আইব" বলা হয়। সেখানে সামূদী প্যাটার্নের কিছু ইমারত রয়েছে। আর এর প্রায় এক মাইল দু'মাইল দূরে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর মধ্যে দেখা যায় দুটি অন্ধকূপ। স্থানীয় লোকেরা জানিয়েছেন, নিশ্চিতভাবে আমরা কিছু বলতে পারি না তবে আমাদের এখানে একথাই প্রচলিত যে, এ দু'টি কুয়ার মধ্য থেকে একটি কুয়ায় মূসা আ তাঁর ছাগলের পানি পান করিয়েছেন।

এ মেয়েদের পিতার ব্যাপারে আমাদের সাধারণভাবে এ কথা প্রচার হয়ে গেছে যে, তিনি ছিলেন শু'আইব আলাইহিস সালাম। কিন্তু কুরআন মজীদে ইশারা ইংগিতে কোথাও এমন কথা বলা হয়নি যা থেকে বুঝা যেতে পারে তিনি শু'আইব আলাইহিস সালাম ছিলেন। অথচ শু'আইব আলাইহিস সালাম কুরআনের একটি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। এ মেয়েদের পিতা যদি তিনিই হতেন তাহলে এখানে একথা সুস্পষ্ট না করে দেয়ার কোন কারণই ছিল না। শু'আইব নবী না হলেও এ সৎ ব্যক্তিটির দ্বীন সম্পর্কে অনুমান করা হয় যে, মূসা আলাইহিস সালামের মতো তিনিও ইবরাহীমী দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। কেননা, যেভাবে মূসা ছিলেন ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আলাইহিমাস সালামের আওলাদ ঠিক তেমনি তিনিও ছিলেন মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশধর।

উল্লেখ্য যে, বালিকাদ্বয়ের পিতা ছিলেন মাদইয়ান বাসীদের নিকটে (হতে পারে প্রেরিত বিখ্যাত নবী হযরত শু'আয়েব (আঃ)) বিখ্যাত সম্মানিত ও পরহেজগার। মূসা ইতিপূর্বে কখনো তাঁর নাম শোনেননি বা তাঁকে চিনতেন না। তাঁর কাছে পৌঁছে মূসা তাঁর বৃত্তান্ত সব বর্ণনা করলেন। সবকিছু শুনে মুরুব্বী বললেন, ' لاَتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ، ভয় করো না। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছ'। ' এমন সময় বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, আববা! এঁকে বাড়ীতে কর্মচারী হিসাবে রেখে দিন। কেননা إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ আপনার কর্ম সহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' (ক্বাছাছ ২৮/২৬)।

কোন কোন মুফাসসির লিখেছেন যে, পিতা মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কিভাবে জানলে যে, লোকটি শক্তিশালী ও আমানতদার?' উত্তরে মেয়েরা বলল, 'তিনি যে কুয়া হতে আমাদের পশুদেরকে পানি পান করালেন সেই কুয়াটি এমন একটি বড় পাথর দিয়ে ঢাকা, যা দশজনের পক্ষে উঠানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, তিনি একাই সেই পাথরটিকে সরিয়েছেন এবং পরে ঢাকাও দিয়েছেন একাই। অনুরূপ আমি যখন তাঁকে এখানে আসার জন্য ডাকতে গিয়েছিলাম, রাস্তা যেহেতু আমারই জানা, সেই জন্য আমি আগে আগে চলতে শুরু করলাম আর তিনি পিছনে। কিন্তু বাতাসে আমার চাদর উড়তে থাকে, ফলে তিনি আমাকে তাঁর পিছনে চলতে বললেন; যাতে আমার দেহের কোন অংশ তাঁর দৃষ্টিতে না পড়ে। আর রাস্তা ভুল হলে পাথর ছুঁড়ে জানিয়ে দিতে বলেন।' এ সব কথার সত্যতা আল্লাহই ভাল জানেন। (ইবনে কাসীর)

'তখন তিনি মূসাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার বাড়ীতে কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ করো, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে'। 'মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হ'ল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার উপরে তত্ত্বাবধায়ক' (ক্বাছাছ ২৮/২৫-২৮)। মূলতঃ এটাই ছিল তাদের বিয়ের মোহরানা। সেযুগে এ ধরনের রেওয়াজ অনেকের মধ্যে চালু ছিল।

Sisters'Forum in Islam.com

যেমন ইতিপূর্বে ইয়াকূব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর মোহরানা বাবদ সাত বছর শ্বশুর বাড়ীতে মেষ চরিয়েছেন। এভাবে অচেনা-অজানা দেশে এসে মূসা (আঃ) অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং অন্যান্য নিরাপত্তাসহ অত্যন্ত মর্যাদাবান ও নির্ভরযোগ্য একজন অভিভাবক পেয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে পেলেন জীবন সাথী একজন পতি-পরায়ণা বুদ্ধিমতী স্ত্রী। অতঃপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে মূসার দিনগুলি অতিবাহিত হ'তে থাকলো। সময় গড়িয়ে এক সময় মেয়াদ পূর্ণ হ'য়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, তিনি চাকুরীর বাধ্যতামূলক আট বছর এবং ঐচ্ছিক দু'বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন। কেননা এটাই নবী চরিত্রের জন্য শোভনীয় যে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐচ্ছিক দু'বছরও তিনি পূর্ণ করবেন'। বুখারী হা/২৪৮৭ 'সাক্ষ্য সমূহ' অধ্যায় ২৮ অনুচ্ছেদ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

أفرسُ الناس ثلاثةٌ: صاحبُ يوسفَ حين قال لإمرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا، وصاحبةُ موسى حين قالت يا ابت استأجره إن خير من استأجرت القويُّ الامين، وابوبكر الصديق حين استخلف عمرَ رضى الله عنه-

'সর্বাধিক দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন তিনজন:

১- ইউসুফকে ক্রয়কারী মিসরের আযীয (রাজস্বমন্ত্রী), যখন তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'একে সম্মানের সাথে রাখ, হয়তবা সে আমাদের কল্যাণে আসবে'

২- মূসার স্ত্রী, যখন (বিবাহের পূর্বে) তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন, 'হে পিতা, এঁকে কর্মচারী নিয়োগ করুন। নিশ্চয়ই আপনার শ্রেষ্ঠ সহযোগী তিনিই হ'তে পারেন, যিনি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' এবং

৩- আবুবকর ছিদ্দীক, যখন তিনি ওমরকে তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেন'।মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৩৭৬ পৃঃ হা/৩৩২০, সনদ ছহীহ; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৮।

Sisters'Forum in Islam.com

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা এমন কোনো নবী পাঠান নি, যিনি বকরী চরান নি। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম। [সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]
আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক আম্বিয়াদের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেন।আম্বিয়াগণ বকরী চড়িয়ে কি শিক্ষা পেলেন?
১। সবচেয়ে উপযুক্ত শিক্ষা ছিল দায়িত্ববোধ
২। এটা ছিল ধৈর্যের শিক্ষা।
৩। নিরাপত্তাঃ রাখাল ভেড়ার পালের নিরাপত্তা দেয়
৪। রাখাল বিপদ ঘটার আগেই সতর্ক করে দিতেন, যা দূরদৃষ্টির প্রশিক্ষন।। তাঁদের ছিল সবচেয়ে পরিষ্কার দূরদৃষ্টি। Sisters’Forum in Islam.com
৫। সাধারন জীবনযাপনঃ একজন রাখাল খুব সাধারন জীবনযাপন করে
৬। এটা তাদের বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়।
৭। আল্লাহর সৃষ্টির সান্নিধ্য লাভ। যা মানুষকে কৃত্তিম দুনিয়ার বাইরে নিয়ে আসে।

১- রাখাল সাধারণত অন্য কারো জন্য কাজ করে,যে পালের মালিক। অর্থাৎ তাদের কেউ ভাড়া করে,তাই তারা অন্য কারো কাছে দায়বদ্ধ । তাই রাখাল মালিকের কাছে গিয়ে বলতে পারে না "আমি দুঃখিত তোমার একটি ভেড়া খোয়া গিয়েছে।"এটা জরুরি নয় ভেড়া কি করেছে,রাখালকেই জবাবদিহি করতে হবে তা তার ভুল না হলেও। ভেড়া না মানলেও রাখালই দায়ী।

২-ভেড়াকে ঘাস খাওয়ানো সময় সাপেক্ষ কাজ,ভেড়া তার নিজস্ব সময় নেয়,তারা ধীর,তাই রাখালকে সহিষ্ণু হতে হয়। কখনও ভেড়া একে অন্যের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়,কিংবা খেলাধুলাও করতে পারে,রাখালকে ধৈর্য ধরতে হয়। একজন রাখাল তাদের বলতে পারে না "আমাদের দেরী হয়ে গেল" অথবা এমন কিছু,ভেড়া তার নিজ সময় নিবেই। রাখাল সাধারণত সকালে যায় আর ফেরে সূর্যাস্তের সময়।

৩-নেকড়ে সহ বিভিন্ন প্রাণী আর রোগ-বালাই থেকে। রাখাল এটা নিশ্চিত করে যে তার পালের উপর কোন বিপদ যেন না আসে। আল্লাহর আম্বিয়াগণ তাদের লোকদের নিরাপত্তা দিতেন। তাঁরা তাদেরকে দৈহিক আর মানসিক বিপদ থেকে রক্ষা করতেন। একবার মদিনায় গোলমালের আওয়াজ পাওয়া গেল । কিছু সাহাবী তাদের অস্ত্র আর ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু পথের মাঝে তাঁরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন রাসুল্লুল্লাহ(সাঃ) ফিরে আসছেন আর তাঁদের বলছেন সব ঠিক আছে। যদিও সাহাবিরা খুব তাড়াতাড়ি করেছিলেন তথাপি রাসুলুল্লাহ(সাঃ) তাঁদের আগে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাসুলুলাহ(সঃ)আমাদের সকল বিপদের জন্য সতর্ক করেছেন। তিনি পরে কি হবে তাও বলে গিয়েছেন । যেমন,দাজ্জাল।

৪। রাখাল বিপদ ঘটার আগেই সতর্ক করে দিতেন, যা দূরদৃষ্টির প্রশিক্ষন।। তাঁদের ছিল সবচেয়ে পরিষ্কার দূরদৃষ্টি।
৫। সাধারন জীবনযাপনঃ একজন রাখাল খুব সাধারন জীবনযাপন করে
৬। এটা তাদের বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়।
৭। আল্লাহর সৃষ্টির সান্নিধ্য লাভ। যা মানুষকে কৃত্তিম দুনিয়ার বাইরে নিয়ে আসে।

৪-এই প্রাণীগুলো মাটির কাছাকাছি থাকে তাই তাদের দৃষ্টিও ক্ষীণ। ভেড়ার দৃষ্টি খুব অল্প বাঁধাতেই আটকে যায়। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি বহুদূর বিস্তৃত,তাই রাখাল ভেড়া বোঝার আগেই বিপদ টের পেয়ে যায়। তাই ভেড়াকে সতর্ক করেও দিতে পারে।রাসুলুল্লাহ(সঃ)বলেন,"আমার আর তোমাদের বিশ্লেষণ হল;আমি এমন একজন যে আগুনের সামনে আছি আর তোমরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছ আর ঝাঁপ দিচ্ছ,আর আমি দাঁড়িয়ে তোমাদের কাপড় দিয়ে আটকাতে চাইছি আর তোমরা আগুনের দিকে ছুটতে চাইছ।" নবীরা বিপদ দেখেন আমরা দেখিনা।

৫-তার জীবনে কোন আতিশয্য নেই। সে তার গাড়ি,ফ্রিজ আর টিভি নিয়ে মরুভুমিতে যেতে পারে না। যদি সে খুব ধনী হয় তবুও না। তাদের নিজেকে হালকা রাখতে হয়,যেন তারা ঠিক ভাবে পালের দেখভাল করতে পারে। তাদের খাবার আর ঘরও খুব সাধারণ।

৬-খুব গরম,বৃষ্টিতে,বাতাসে অথবা জমে যাওয়া ঠাণ্ডায় রাখাল আগে তার পাল কে আশ্রয় দেয় আর সে নিজে আশ্রয় নেয় সবার শেষে। তাই রাসুলুলাহ(সঃ) কে অনেক পথ দাওয়া আর যুদ্ধের জন্য যেতে হত আর প্রচুর বিপদ মোকাবেলা করতে হত।

৭-তুমি মুরুর বুকে একা আল্লাহর সৃষ্টির কাছাকাছি। আমরা যে জীবনযাপন করি তা হৃদয়ে কাল দাগ ফেলে,ভাবনাকে কলুষিত করে। আমরা মাটির তৈরি,আমরা প্রকৃতির অংশ।এই কৃত্তিম জীবন আমাদের আল্লাহর সৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছে।
কোরআনে আল্লাহর কত সৃষ্টির কথা বলা আছে; সূর্য,চাঁদ,তারা,বেহেশত,পাহাড়,নদী,গাছ,গরু,মশা,মেঘ,বৃষ্টি ইত্যাদি সব কিছুই কোরআনে বলা আছে।
মুহাম্মাদ আল-আব্দাহি রাসুলুলাহ(সঃ) এর রাখাল জীবন আর মরুর বুকে বাল্যকাল কাটানোর বর্ণনা করেন। তিনি উমর(রা) এর উদাহরন টানেন,তিনি যখন খলীফা ছিলেন তিনি চাইলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তুর অধিকারি হতে পারতেন,কিন্তু তবুও তিনি সাধারন জীবনযাপন করেছেন আর তিনি মুসলিমদের সাবধান করেছেন আর শক্ত হতে বলেছেন। এর কারণ ছিল মুমিনকে কঠিন সময়ের মাঝ দিয়ে যেতে হবে আর তাই মুমিনদের তৈরি থাকতে হবে ।
দাওয়ার কথা ধরা যাক। দাওয়া প্রদানকারী তখনও সঠিক নয় আর দাওয়ার কাজে পুরোপুরি নিয়োজিত নয় যদি না তার সহিষ্ণুতা থাকে আর যদি না সে কঠিন সময়ের মাঝ দিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকে।

Sisters'Forum in Islam.com

কিন্তু মেষ চারণই কেন করতে হল? উট বা গরু নয় কেন?

মেষ ধীর প্রাণী তাই মেষ পালক হয় সহিষ্ণু আর দয়ালু। কারণ মেষের সাথে খারাপ আচরণ করা যায় না।
তাই আম্বিয়াগণ উম্মতদের সাথে সহিষ্ণু হতে পারতেন। আর উট উদ্ধত প্রাণী,তাই তাঁর রাখাল তাদের সাথে নরম হতে পারে না। উটের সাথে শক্তি দিয়ে ঔদ্ধত মোকাবেলা করতে হয়। সে কারণেই উটের পালক হয় কঠোর। তুমি যা কর তাই তোমার মনে দাগ ফেলে।

ইবনে হাজার ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম যারা সহিহ বুখারির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি হাদিস,ফিকহ এবং আকিদায় জ্ঞানী ছিলেন। আরো অনেক বর্ণনাকারি ছিলেন কিন্তু কেউই ইবন হাজার এর মত ফাতহ আল বারি পর্যায়ে পৌঁছাননি। উপরের হাদিস তিনি এভাবে বর্ণনা করেনঃ
"নবীদের নবুয়তের পূর্বে রাখাল হিসেবে কাজ করানোর পেছনে যুক্তি হল তাঁরা দলকে চালাতে শিখবে যেমনি ভবিষ্যতে তাঁরা তাঁদের জাতির জন্য জবাবদিহি করবে।
পশু পালনের মাধ্যমে একজন সহিষ্ণু আর দয়ালু হতে শিখে। যখন রাখাল তার পশুর পালকে একত্র করে,আর তাকে চারণ করে নিয়ে বেরায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, সব কিছু সম্পর্কে অবগত হয়ে, একই সাথে শিকারি পশু থেকে রক্ষা করে। এভাবেই সে এক জাতিকে কিভাবে নেতৃত্ব দিবে সে জ্ঞান লাভ করে এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে।
নবীগণ তাঁদের উম্মতকে নেতৃত্ব দিয়েই ধৈর্যের শিক্ষা পেলেন এবং বিভিন্ন প্রকারের মানুষ চিনতে পারলেন,তাঁরা দুর্বলের সাথে দয়া আর প্রভাবশালীদের দমন করতে শিখলেন।
যে কারণে আল্লাহ উট বা গরুর বদলে মেষকে নির্বাচন করলেন তা হল তারা দুর্বল প্রাণী আর তাই অতিরিক্ত যত্ন তাদের দরকার। পাল হিসেবে মেষকে পালন করা কঠিন কারণ তারা পালছাড়া হতে চায়। আর এই স্বভাব মানুষের সমাজেও দেখা যায় তাই আল্লাহ বিচক্ষণতার সাথে নবীদের তা মোকাবেলা করার শিক্ষা দিয়েছেন

৩য় পরীক্ষা: মিসর অভিমুখে যাত্রা ও পথিমধ্যে নবুঅত লাভ

মোহরানার চুক্তির মেয়াদ শেষ। এখন যাবার পালা। পুনরায় স্বদেশে ফেরা। দুরু দুরু বক্ষ। ভীত-সন্ত্রস্ত্র মন। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। তবুও যেতে হবে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাই রয়েছেন মিসরে। আল্লাহর উপরে ভরসা করে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে বের হ'লেন পুনরায় মিসরের পথে। শুরু হ'ল তৃতীয় পরীক্ষার পালা।

উল্লেখ্য, দশ বছরে তিনি দু'টি পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং শ্বশুরের কাছ থেকে পান এক পাল দুম্বা। এছাড়া তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ তো তিনি লাভ করেছিলেন বিপুলভাবে।

পরিবারের কাফেলা নিয়ে মূসা রওয়ানা হ'লেন স্বদেশ অভিমুখে। পথিমধ্যে মিসর সীমান্তে অবস্থিত সিনাই পর্বতমালার তূর পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে হঠাৎ স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হ'ল। এখুনি প্রয়োজন আগুনের। কিন্তু কোথায় পাবেন আগুন। পাথরে পাথরে ঘষে বৃথা চেষ্টা করলেন কতক্ষণ। প্রচন্ড শীতে ও তুষারপাতের কারণে পাথর ঘষায় কাজ হ'ল না। দিশেহারা হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ অনতিদূরে আগুনের হলকা নজরে পড়ল। আশায় বুক বাঁধলেন। স্ত্রী ও পরিবারকে বললেন, 'তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা সেখানে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব' (ত্বোয়াহা ২০/১০)।

অন্য আয়াতে এসেছে, একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। [সূরা আল-কাসাস: ২৯]

একথা দৃষ্টে মনে হয়, মূসা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩১।

পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকদের পক্ষ থেকে প্রধান সড়কে বিপদাশংকা ছিল। তাই শ্বশুরের উপদেশ মোতাবেক তিনি পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় চলতে গিয়ে মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ডান দিকে চলে তূর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। মূলতঃ এ পথ হারানোটা ছিল আল্লাহর মহা পরিকল্পনারই অংশ।

Sisters'Forum in Islam.com

মুসা আ সঠিক পথ পাওয়ার আশায় এগিয়ে গিয়েছিলেন।

মূসা আশান্বিত হয়ে যতই আগুনের নিকটবর্তী হন, আগুনের হল্কা ততই পিছাতে থাকে। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সবুজ বৃক্ষের উপরে আগুন জ্বলছে। অথচ গাছের পাতা পুড়ছে না; বরং তার উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ে অভিভূত মূসা এক দৃষ্টে আগুনটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ এক গুরুগম্ভীর আওয়ায কানে এলো তাঁর চার পাশ থেকে। মনে হ'ল পাহাড়ের সকল প্রান্ত থেকে একই সাথে আওয়ায আসছে। মূসা তখন তূর পাহাড়ের ডান দিকে 'তুবা' طُوَى উপত্যকায় দন্ডায়মান। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى- إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى- (طه ১১-১২)-
‘অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়ায এলো, হে মূসা!’ ‘আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। তুমি পবিত্র উপত্যকা তুবায় রয়েছ’ (ত্বোয়াহা ২০/১১-১২)।
এর দ্বারা বিশেষ অবস্থায় পবিত্র স্থানে জুতা খোলার আদব প্রমাণিত হয়। যদিও পাক জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয।

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾ ২৮:৩০
যখন মূসা আগুনের নিকট পৌঁছল, তখন উপত্যকার ডান পাশে পবিত্র ভূমির এক বৃক্ষ হতে তাকে আহবান করে বলা হল, ‘হে মূসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সূরা কাসাসঃ ৩০

আওয়াজ উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে এল; যা পশ্চিম দিক হতে পাহাড়ের ডান দিক ছিল। এখানে গাছ হতে আগুনের শিখা বের হচ্ছিল, যা আসলে মহান আল্লাহর নূর (জ্যোতি) ছিল।
জুতা খোলার নির্দেশ দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্মান প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব।
দ্বিতীয় কারণ যা কোন কোন বর্ণনায় জানা যায়, মূসা আলাইহিস সালাম-এর জুতাদ্বয় ছিল মৃত গাধার চর্মনির্মিত। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, হাসান বসরী ও ইবনে জুরাইজ রাহিমাহুমাল্লাহ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে।
কেউ কেউ বলেনঃ বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দেয়া হয়। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেনঃ “তুমি তোমার জুতা খুলে নাও” [নাসায়ীঃ ২০৪৮, আবু দাউদঃ ৩২৩০, ইবনে মাজহঃ ১৫৬৮] জুতা পাক হলে তা পরিধান করে সালাত আদায় করা সব ফেকাহবিদের মতে জায়েয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করা প্রমাণিতও রয়েছে।

Sisters' Forum in Islam.com

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى- إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي- إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى- فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى- (طه ১৩-১৬)-

‘আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব তোমাকে যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক’। ‘নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর’। ‘ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকে তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে’। ‘সুতরাং যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে (ক্বিয়ামত বিষয়ে সতর্ক থাকা হ’তে) নিবৃত্ত না করে। তাহ’লে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে’ (ত্বোয়াহা ২০/১৩-১৬)। এখানে ৩টি বিষয় যা আদেশ করা হয়েছে,বর্তমানেও এর অনুসরনে সফলতা আসবে। ১। তাওহীদ ২। সালাত ও আমলে সালেহ ৩।

জবাবদিহীতার অনুভুতি

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক জড়িত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে সালাত। কোন কোন মুফাসসির এ অর্থও নিয়েছেন যে, সালাত কায়েম করো, যাতে আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “আমাকে স্মরণ করে আমি তোমাকে স্মরণ রাখবো।” [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৫২] [ফাতহুল কাদীর]

কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের অর্থ করেছেন, যদি কোন সালাত ভুলে যায় যখনই মনে পড়বে তখনই সালাত পড়ে নেয়া উচিত। [ফাতহুল কাদীর] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “কোন ব্যক্তি কোন সময় সালাত পড়তে ভুলে গিয়ে থাকলে যখন তার মনে পড়ে যায় তখনই সালাত পড়ে নেয়া উচিত। এছাড়া এর আর কোন কাফফারা নেই।” [বুখারীঃ ৫৭২ মুসলিমঃ ৬৮০, ৬৮৪]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “ঘুমানোর কারণে কারও সালাত ছুটে গেলে অথবা সালাত আদায় করতে বেখবর হয়ে গেলে যখনই তা স্মরণ হয় তখনই তা আদায় করা উচিত; কেননা মহান আল্লাহ বলেনঃ “আর আমার স্মরনার্থে সালাত কায়েম করুন”। [মুসলিম: ৩১৬]

অন্য এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমরা সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকি তাহলে কি করবো? জবাবে তিনি বলেন, “ঘুমের মধ্যে কোন দোষ নেই। দোষের সম্পর্ক তো জেগে থাকা অবস্থার সাথে। কাজেই যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে পড়বে তখন জেগে উঠলে বা মনে পড়লে তৎক্ষণাৎ সালাত পড়ে নেবে।” [তিরমিযীঃ ১৭৭. আবু দাউদঃ ৪৪১]

Sisters'Forum in Islam.com

এ পর্যন্ত আক্বীদা ও ইবাদতগত বিষয়ে নির্দেশ দানের পর এবার কর্মগত নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলছেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى- قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى- قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى- فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى- قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى- (طه ২০/১৭-২১)-

'হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?' 'মূসা বললেন, এটা আমার লাঠি। এর উপরে আমি ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে নামাই। তাছাড়া এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও চলে'। 'আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি ওটা ফেলে দাও'। 'অতঃপর তিনি ওটা (মাটিতে) ফেলে দিতেই তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল'। 'আল্লাহ বললেন, তুমি ওটাকে ধর, ভয় করো না, আমি এখুনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব' (ত্বোয়াহা ২০/১৭-২১)।

আরও বলা হল, আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন। তারপর, তিনি যখন সেটাকে সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন তখন পিছনের দিকে ছুটিতে লাগলেন এবং ফিরে তাকালেন না। তাকে বলা হল, হে মূসা! সামনে আসুন, ভয় করবেন না; আপনি তো নিরাপদ। কাসাসঃ৩১

এটি ছিল মূসাকে দেওয়া ১ম মু'জেযা।

কেননা মিসর ছিল ঐসময় জাদুবিদ্যায় শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশ। সেখানকার শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের হারিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই নবুঅতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। সেজন্যই আল্লাহ মূসাকে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন। এর ফলে মূসা নিজের মধ্যে অনেকটা শক্তি ও স্বস্তি লাভ করলেন।

১ম মু'জেযা প্রদানের পর আল্লাহ তাকে **দ্বিতীয় মু'জেযা প্রদানের উদ্দেশ্যে বললেন,**

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى- لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى- (طه ২০/২২-২৩)-

'তোমার হাত বগলে রাখ। তারপর দেখবে তা বের হয়ে আসবে উজ্জ্বল ও নির্মল আলো হয়ে, অন্য একটি নিদর্শন রূপে'। 'এটা এজন্য যে, আমরা তোমাকে আমাদের বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু অংশ দেখাতে চাই' (ত্বোয়াহা ২০/২২-২৩)।

নয়টি নিদর্শন

আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ- (إسراء 101)-
'আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন প্রদান করেছিলাম' (ইসরা ১৭/১০১;
আর আপনি আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ অবস্থায়। এটা ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। তারা তো ছিল ফাসেক সম্প্রদায়।নামল/১২)।
এখানে 'নিদর্শন' অর্থ একদল বিদ্বান 'মু'জেযা' নিয়েছেন। তবে ৯ সংখ্যা উল্লেখ করায় এর বেশী না হওয়াটা যরূরী নয়। বরং এর চেয়ে অনেক বেশী মু'জেযা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন পাথরে লাঠি মারায় ১২টি গোত্রের জন্য বারোটি ঝর্ণাধারা নির্গমন, তীহ্ প্রান্তরে মেঘের ছায়া প্রদান, মান্না-সালওয়া খাদ্য অবতরণ প্রভৃতি। তবে এ নয়টি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা ফেরাঊনী সম্প্রদায়কে প্রদর্শন করা হয়েছিল।
অতঃপর আমরা তাদের উপর তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত বিস্তারিত নিদর্শন হিসেবে প্রেরণ করি। এরপরও তারা অহংকার করল। আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। আরাফঃ১৩৩
আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) উক্ত ৯টি মু'জেযা নিম্নরূপে গণনা করেছেন। যথা- (১) মূসা (আঃ)-এর ব্যবহৃত লাঠি, যা নিক্ষেপ করা মাত্র অজগর সাপের ন্যায় হয়ে যেত (২) শুভ্র হাত, যা বগলের নীচ থেকে বের করতেই জ্যোতির্ময় হয়ে সার্চ লাইটের মত চমকাতে থাকত (৩) নিজের তোতলামি, যা মূসার প্রার্থনাক্রমে দূর করে দেওয়া হয় (৪) ফেরাঊনী কওমের উপর প্লাবণের গযব প্রেরণ (৫) অতঃপর পঙ্গপাল (৬) উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত এবং অবশেষে (৯) নদী ভাগ করে তাকে সহ বনু ইস্রাঈলকে সাগরডুবি হ'তে নাজাত দান। তবে প্রথম দু'টিই ছিল সর্বপ্রধান মু'জেযা, যা নিয়ে তিনি শুরুতে ফেরাঊনের নিকটে গিয়েছিলেন (নমল:১০, ১২)।

Sisters'Forum in Islam.com

অবশ্য কুরআনে বর্ণিত আয়াত সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে ফেরাঊনের সম্প্রদায়ের উপরে দুর্ভিক্ষের গযব এসেছিল।
যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ- (الأعراف ১৩০)-
'আমরা পাকড়াও করেছিলাম ফেরাঊনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' (আ'রাফ ৭/১৩০)।
হাফেয ইবনু কাছীর 'তোতলামী'টা বাদ দিয়ে 'দুর্ভিক্ষ'সহ নয়টি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ফেরাঊন সম্প্রদায়ের উপরে আরও একটি নিদর্শন এসেছিল 'প্লেগ-মহামারী' (আ'রাফ ৭/১৩৪)। যাতে তাদের ৭০ হাযার লোক মারা গিয়েছিল এবং পরে মূসা (আঃ)-এর দো'আর বরকতে মহামারী উঠে গিয়েছিল। এটাকে গণনায় ধরলে সর্বমোট নিদর্শন ১১টি হয়। তবে 'নয়' কথাটি ঠিক রাখতে গিয়ে কেউ তোতলামি ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। কেউ দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। মূলতঃ সবটাই ছিল মূসা (আঃ)-এর নবুঅতের অকাট্ট দলীল ও গুরুত্বপূর্ণ মু'জেযা, যা মিসরে ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে প্রদর্শিত হয়েছিল। এগুলি সবই হয়েছিল মিসরে। অতএব আমরা সেখানে পৌঁছে এসবের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

সিনাই হ’তে মিসর

প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীর জন্য আগুন আনতে গিয়ে মূসা এমন এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ’লেন, যা রীতিমত ভীতিকর, শিহরণমূলক ও অভূতপূর্ব। তিনি স্ত্রীর জন্য আগুন নিয়ে যেতে পেরেছিলেন কি-না বা পরিবারের সেবায় তিনি পরে কি কি ব্যবস্থা নিলেন- এসব বিষয়ে কুরআন চুপ রয়েছে। কুরআনের গৃহীত বাকরীতি অনুযায়ী এ সবের বর্ণনা কোন যরূরী বিষয় নয়। কেননা এগুলি সাধারণ মানবিক তাকীদ, যা যেকোন স্বামীই তার স্ত্রী ও পরিবারের জন্য করে থাকে। অতএব এখন আমরা সামনের দিকে আগাব।

আল্লাহ পাক মূসাকে নবুঅত ও প্রধান দু’টি মু‘জেযা দানের পর নির্দেশ দিলেন,

إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى- قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ- وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِي- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِيْ- يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ- وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْراً مِّنْ أَهْلِيْ- هَارُوْنَ أَخِي- اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ- وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِيْ- كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً- وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْراً- إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْراً- (طه ২৪-৩৫)-

হে মূসা! ‘তুমি ফেরাঊনের কাছে যাও। সে উদ্ধত হয়ে গেছে’। ভীত সন্ত্রস্ত মূসা বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন’ ‘এবং আমার কাজ সহজ করে দিন’। ‘আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন’ ‘যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে’ ‘এবং আমার পরিবারের মধ্য থেকে একজনকে আমার সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন’। ‘আমার ভাই হারূণকে দিন’। ‘তার মাধ্যমে আমার কোমর শক্ত করুন’ ‘এবং তাকে (নবী করে) আমার কাজে অংশীদার করুন’। ‘যাতে আমরা বেশী বেশী করে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করতে পারি’ ‘এবং অধিক পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি’। ‘আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন’ (ত্বোয়াহা:২৪-৩৫)।

মূসার উপরোক্ত দীর্ঘ প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ বললেন, قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى- (طه ৩৬-৩৭)- ‘হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে দেওয়া হ’ল’। শুধু এবার কেন, ‘আমি তোমার উপরে আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৬-৩৭)। বলেই আল্লাহ মূসাকে তার জন্মের পর নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার ও ফেরাঊনের ঘরে লালন-পালনের চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়ে দিলেন।

আল্লাহর পরিকল্পনা বুঝা ভার। হত্যার টার্গেট হয়ে জন্মলাভ করে হত্যার ঘোষণা দানকারী সম্রাট ফেরাঊনের গৃহে পুত্রস্নেহে লালিত-পালিত হয়ে পরে যৌবনকালে পুনরায় হত্যাকান্ডের আসামী হয়ে প্রাণভয়ে ভীত ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমালেন। অতঃপর সেখানে দীর্ঘ দশ বছর মেষপালকের চাকুরী করে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে স্বদেশ ফেরার পথে রাহযানির ভয়ে মূল রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় এসে কনকনে শীতের মধ্যে অন্ধকার রাতে প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীকে নিয়ে মহা বিপদগ্রস্ত স্বামী যখন অদূরে আলোর ঝলকানি দেখে আশায় বুক বেঁধে সেদিকে ছুটেছেন। তখন তিনি জানতেন না যে, সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে এমন এক মহা সুসংবাদ যা দুনিয়ার কোন মানুষ ইতিপূর্বে দেখেনি, শোনেনি, কল্পনাও করেনি। বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ স্বয়ং স্বকণ্ঠে, স্বশব্দে ও স্ব-ভাষায় তাকে ডেকে কথা বলবেন, এও কি সম্ভব? শংকিত, শিহরিত, পুলকিত মূসা সবকিছু ভুলে পুরা দেহ-মন দিয়ে শুনছেন স্বীয় প্রভুর দৈববাণী। দেখলেন তাঁর নূরের তাজাল্লী। চাইলেন প্রাণভরে যা চাওয়ার ছিল। পেলেন সাথে সাথে পরিপূর্ণভাবে। এতে বুঝা যায়, পারিবারিক সমস্যা ও রাস্তাঘাটের সমস্যা সবই আল্লাহর মেহেরবানীতে সুন্দরভাবে সমাধান হয়ে গিয়েছিল যা কুরআনে উল্লেখের প্রয়োজন পড়েনি।

Sisters' Forum in Islam.com

Sisters'Forum in Islam.com

হারূণ আ কে নবুয়্যত প্রদান

وَ نَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَ قَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ১৯:৫২
وَ وَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ১৯:৫৩

আর তাকে আমরা ডেকেছিলাম তূর পর্বতের ডান দিক থেকে এবং আমরা অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম।
আর আমরা নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে। সূরা মরিয়মঃ ৫২-৫৩

এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়া, মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এ নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। তুর পাহাড়ের ডানদিকে মুসা আলাইহিস সালামের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তূর পাহাড়ের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তূর পাহাড় তার ডান দিকে ছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

মহান আল্লাহ হারুন আ কে মূসার আগমন বার্তা জানিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে মূসাকে সার্বিক সহযোগিতা করার এবং তাকে মিসরের বাইরে এসে অভ্যর্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বনু ইস্রাঈলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এগিয়ে এসে যথাযথভাবে সে নির্দেশ পালন করেন। কুরতুবী, তাফসীরে ইবনু কাছীর 'হাদীছুল ফুতূন'; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩৭।

মূসার পাঁচটি দো‘আ

নবুঅতের গুরু দায়িত্ব লাভের পর মূসা (আঃ) এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা বহনের ক্ষমতা অর্জনের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত দীর্ঘ প্রার্থনা সংক্ষেপে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হ’ল, যা নিম্নরূপ:

প্রথম দো‘আ : ‘ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِى হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন’। অর্থাৎ নবুঅতের বিশাল দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত জ্ঞান ও দূরদর্শিতার উপযোগী করে দিন এবং আমার হৃদয়কে এমন প্রশস্ত করে দিন, যাতে উম্মতের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত অপবাদ ও দুঃখ-কষ্ট বহনে তা সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় দো‘আ : ‘ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ আমার কর্ম সহজ করে দিন’। অর্থাৎ নবুঅতের কঠিন দায়িত্ব বহনের কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কারু পক্ষেই কোন কাজ সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মূসা (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফেরাঊনের মত একজন দুর্ধর্ষ, যালেম ও রক্ত পিপাসু সম্রাটের নিকটে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, আল্লাহর একান্ত সাহায্য ব্যতীত।

তৃতীয় দো‘আ : ‘ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে’। কেননা রেসালাত ও দাওয়াতের জন্য রাসূল ও দাঈকে স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়া একান্ত আবশ্যক। মূসা (আঃ) নিজের এ ত্রুটি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকটে বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন। পরবর্তী আয়াতে যেহেতু তাঁর সকল প্রার্থনা কবুলের কথা বলা হয়েছে’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৬), সেহেতু এ প্রার্থনাটিও যে কবুল হয়েছিল এবং তাঁর তোতলামি দূর হয়ে গিয়েছিল, সেকথা বলা যায়।

Sisters’Forum in Islam.com

এ বিষয়ে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেমন শৈশবে তিনি মুখে আগুন পুরেছিলেন বলে তাঁর জিভ পুড়ে গিয়েছিল। কেননা ফেরাঊনের দাড়ি ধরে চপেটাঘাত করার জন্য মূসাকে ফেরাঊন হত্যা করতে চেয়েছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়ার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে তিনি বেঁচে যান। সেটি ছিল এই যে, তাকে অবোধ শিশু প্রমাণ করার জন্য ফেরাঊনের স্ত্রী দু’টি পাত্র এনে মূসার সামনে রাখেন। মূসা তখন জিবরাঈলের সাহায্যে মণিমুক্তার পাত্রে হাত না দিয়ে আগুনের পাত্রে হাত দিয়ে একটা স্ফূলিঙ্গ তুলে নিজের গালে পুরে নেন। এতে তার জিভ পুড়ে যায় ও তিনি তোৎলা হয়ে যান। ওদিকে ফেরাঊনও বুঝে নেন যে মূসা নিতান্তই অবোধ। সেকারণ তাকে ক্ষমা করে দেন। যদিও এসব কাহিনী কুরতুবী, মাযহারী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তবুও এগুলোর কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। তাই তোৎলামির বিষয়টি স্বাভাবিক ত্রুটি ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

উল্লেখ্য যে, ইবনু আববাস (রাঃ) কর্তৃক নাসাঈতে বর্ণিত ‘হাদীছুল ফুতূনে’ কেবল আগুনের পাত্রে হাত দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু আগুন মুখে দেওয়ার কথা নেই। এর ফলে তিনি ফেরাঊনের হাতে নিহত হওয়া থেকে বেঁচে যান। এ জন্য এ ঘটনাকে উক্ত হাদীছে ৩নং ফিৎনা বা পরীক্ষা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ২০/৪০।

চতুর্থ দো‘আ : ‘ وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِى، هَارُوْنَ أَخِىْ আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন উযীর নিয়োগ করুন’। ‘আমার ভাই হারূণকে’। পূর্বের তিনটি দো‘আ ছিল তাঁর নিজ সত্তা সম্পর্কিত। অতঃপর চতুর্থ দো‘আটি ছিল রেসালাতের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত। ‘উযীর’ অর্থ বোঝা বহনকারী। মূসা (আঃ) স্বীয় নবুঅতের বোঝা বহনে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় হিসাবে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহযোগী প্রার্থনা করে দায়িত্ব পালনে স্বীয় আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এবং নির্দিষ্টভাবে নিজের বড় ভাই হারূণের নাম করে অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ ভাই হারূণ আজন্ম মিসরেই অবস্থান করার কারণে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশী। অধিকন্তু তার উপরে ফেরাঊনের কোন ক্রোধ বা ক্ষোভ ছিল না। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তি, দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের জন্য যা ছিল সবচাইতে যরূরী।

পঞ্চম দো‘আ : ‘ وَأَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দিন’। অর্থাৎ তাকে আমার নবুঅতের কাজে শরীক করে দিন। ‘যাতে আমরা বেশী বেশী আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৩-৩৪)। এটা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে এবং আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ যরূরী। একারণেই তিনি সৎ ও নির্ভরযোগ্য সাথী ও সহযোগী হিসাবে বড় ভাই হারূণকে নবুঅতে শরীক করার জন্য আল্লাহর নিকটে দো‘আ করেন। তাছাড়া তিনি একটি আশংকার কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। তাই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে’। ‘আমার ভাই হারূণ, সে আমার অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন যোগাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে’ (ক্বাছাছ ২৮/৩৩-৩৪)।

উক্ত পাঁচটি দো‘আ শেষ হবার পর সেগুলি কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, ‘ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسَى হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হ’ল’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৬)। এমনকি মূসার সাহস বৃদ্ধির জন্য ‘ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ আমরা তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহুকে সবল করব এবং তোমাদের দু’জনকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছেই ঘেঁষতে পারবে না। তাছাড়া আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা (দু’ভাই) এবং তোমাদের অনুসারীরা (শত্রুপক্ষের উপরে) বিজয়ী থাকবে’ (ক্বাছাছ ২৮/৩৫)।

Sisters’Forum in Islam.com

Sisters’Forum in Islam.com
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا
jazakumullah khairan